

‘এত চাপ নিতে পারছি না’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ ফের বিক্ষোভে তৃণমূলপন্থি বিএলও-রা। তুমুল বিক্ষোভ সিইও দফতরের সামনে। বারবার নিয়ম বদলে হারানির অভিযোগ। কর্মিশনের নিষেধ সত্ত্বেও অনড় বিএলও-দের একাংশ। ব্যারিকেড ঠেলে এগোনোর চেষ্টার মধ্যেই তুমুল ধস্তাধস্তি পুলিশের সঙ্গে। ওঠে স্লোগান। প্রায় ১ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে বিক্ষোভ। বিএলও-দের দাবি, ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁরা তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ করা সত্ত্বেও তাঁদের উপর এখন অতিরিক্ত চাপ বাড়ানো হয়েছে, দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত দায়িত্ব। বিএলও-দের আরও দাবি, সামনেই মাস্তুলিক পরীক্ষা থাকলেও এসআইআরের কাজের চাপে তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের টিক করে পড়াতে পারছেন না। কেন এত চাপ এদিন আদেলান স্থল থেকে লাগাতার সেই প্রশ্ন তুলতে থাকেন বিএলও-রা। সে কারণেই তাঁরা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে চান। তবে এই প্রথম নয়, এসআইআরের মূল পর্ব চলার সময়েও দফায় দফায় বিএলও-দের বিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে সিইও দফতরের সামনে। অসুস্থ বিএলও-দের নিয়েও চলছে আন্দোলন। কাজের চাপে একের পর এক বিএলও-র মৃত্যুর খবরেও প্রশাসনিক থেকে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতাতার কম হয়নি। একদিন আগেও সিইও দফতরের সামনে আছড়ে পড়েছিল বিএলও অধিকার মঞ্চের বিক্ষোভ। দফায় দফায় চলছে আন্দোলন। একদিন পরেও ফের সেই একই ছবির পুনরাবৃত্তি। তাঁদের সাক্ষাৎ, যতক্ষণ না তাঁদের কথা শোনা হবে, যতক্ষণ না তাঁরা ডেপুটিশন জমা দিতে পারছেন, যতক্ষণ না তাঁরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন ততক্ষণ তাঁরা আন্দোলন থেকে সরছেন না। এদিকে কয়েক দিন আগে থেকেই সিইও দফতরের সামনে বিএলও অধিকার মঞ্চের তরফে একটি ধরনা মঞ্চও করা হয়। সেখান থেকেই চলছে অবস্থান বিক্ষোভ।

‘যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে হবে’!

সংবাদ সঙ্স্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ সন্ত্রাস মোকাবিলায় স্বয়ংস্বেচ্ছা এবং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ- দু’ধরনের পরিস্থিতির জন্যই ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সম্প্রতি আইআইটি বন্ডের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বার্তা দিলেন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি কোনও দেশের নাম নেননি। কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েই পাকিস্তান এবং চিনকে তুলে ধরেন। সিডিএস-এর বক্তব্যে উঠে আসে, ভারতের দু’জন প্রধান প্রতিপক্ষের কথা-ই একজন প্রাক-পারমাণবিক শক্তির রাষ্ট্র এবং অন্যজন পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত। এই পরিস্থিতিতে কৌশলগত ভাসান্য ভাঙতে দেওয়া যাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। সিডিএসের কথায়, সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে স্বল্প সময়ের, অত্যন্ত তীব্র সংগ্রামের জন্য। যার উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন ‘অপারেশন সিন্দুর’-এর মতো অভিযান। একই সঙ্গে সীমান্ত সংক্রান্ত বিরোধের কারণে দীর্ঘস্থায়ী, স্থলাভিষিক্ত যুদ্ধের প্রস্তুতিও জরুরি বলে জানান তিনি, যদিও এমন পরিস্থিতি এগোনোর ওপরই জোর দেন। আধুনিক যুদ্ধের চরিত্র নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন জেনারেল চৌহান। তাঁর মতে, সামরিক কৌশল এখন এক নতুন সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে তিনি ‘কনভাল্টশন ওয়ারফেয়ার’ বা সমন্বিত যুদ্ধপরিস্থিতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্রোয়ান্টাম প্রযুক্তি, এজ কাম্পিউটিং, হাইপারসনিক অস্ত্র, উন্নত উপাদান বিজ্ঞান ও রোবোটিক্স- এই সমস্ত প্রযুক্তির সম্মিলিত প্রভাব যুদ্ধের ধরন আমূল বদলে দিচ্ছে বলে মনে করেন তিনি। ভবিষ্যতে যুদ্ধ আর একক ক্ষেত্রনির্ভর থাকবে না বলেও স্পষ্ট করেন জেনারেল চৌহান। স্থল, আকাশ, নৌ, সাহাবার, মহাকাশ এমনকি ‘কগনিটিভ ডোমেন’- সব ক্ষেত্র একসঙ্গে ব্যবহার করাই হয়ে উঠবে অপরিহার্য। এই বাস্তবতা ‘অপারেশন সিন্দুর’-এ স্পষ্টভাবে দেখা গেছে বলেও জানান সিডিএস। তাঁর দাবি, মাত্র চার দিন স্থায়ী ওই সংঘর্ষে একযোগে সব যুদ্ধক্ষেত্র সক্রিয় ছিল এবং উচ্চ গতিতে অভিযান চালিয়ে ভারত সাফল্য অর্জন করে। ভবিষ্যতে এমন অভিযানের জন্য সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার পাশাপাশি সাহাবার ও মহাকাশ শক্তির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে বলেও তাঁর মত।

ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং কলেজ খুলে টাকা কামানোর ‘ব্যবসা’!



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর হোক বা পরবর্তী ক্ষেত্রে, রাজ্যজুড়েই বিগত কয়েক বছরে নার্সিং পড়ার চল বহুলাংশে বেড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে যদিও বড় অংশের নার্সিং কলেজের বৈধতা নিয়েই বারবার উঠেছে প্রশ্ন। এরইমধ্যে গোটা রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং কলেজ খুলে টাকা কামানোর ব্যবসা কর্তা পদক্ষেপ কলকাতা হাইকোর্ট। মোট কত নার্সিং কলেজ বসু। কড়া নির্দেশ গেল রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলের কাছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে কাউন্সিলকে অডিট করে রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে। অডিট করতে গিয়ে যদি কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গোলযোগ ধরা পড়ে বা বেআইনি কিছু পাওয়া গেলে দ্রুত এফআইআর-ও করতে পারবে কাউন্সিল। এমনই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এদিনের শুনানিতে কার্যত ক্ষোভের সঙ্গেই বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, রাজ্যজুড়ে এমন কত প্রতিষ্ঠান খুলছে আর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কোনও হদিশই নেই। কাজের খোঁজে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সেখানে মোটা টাকা দিয়ে ভর্তি হচ্ছে। অথচ ব্যবসা না চললেই মালিকরা কলেজের বাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে। এমনকী যারা পড়াশোনা করছিল তাঁদের কোনও দায়িত্বই নিচ্ছে না। এভাবে কোনও নজরদারি ছাড়া এই কাজ চলতেই পারে না বলে মত তাঁর। তাঁর সাক্ষাৎ, রাজ্যে ট্রাস্টি করে শুধু নার্সিং কলেজ নয়, স্কুল, কলেজ চলছে। শিক্ষা চলে গেছে ট্রাস্টির হাতে। কিন্তু দিনের শেষে কোনও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় বোদন্ত নার্সিং কলেজের দুই ছাত্রী এই সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছিল। তাঁদের অভিযোগ, ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস হওয়ার পরে কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় পঞ্চাশ পড়ুয়া হচ্ছে না, সে কারণেই কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁরা প্রায় ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই নার্সিং কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। কলেজের সিদ্ধান্ত জানার পর তাঁরা কাউন্সিলের দ্বারস্থ হন। কাউন্সিল কোনও পদক্ষেপ না করায় শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে মামলা। সেই মামলার শুনানিতে এই পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। হাইকোর্ট ওই কলেজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ৯ ট্রাস্টিকে হাজিরারও নির্দেশ দেয়। তাঁরা জানান, পড়ুয়ার অভাবে তাঁরা কোনওভাবেই কলেজ চালাতে পারছেন না। কিন্তু বিচারপতির সাক্ষাৎ, এভাবে কোনওভাবেই মামলাকারীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। ৯ জন ট্রাস্টিকে এক লক্ষ টাকা করে কাউন্সিলে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই টাকায় কাউন্সিল দুই ছাত্রীকে অন্য কোনও কলেজে ভর্তি করবে। বাকি টাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করবে।

আন-ম্যাপড ২০ লক্ষ ভোটারের কাছে নোটিস পাঠাল কমিশন



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যে ভোটারদের কোনও ‘ম্যাপিং’ করা যায়নি, শুনানির প্রথম পর্যায়ে ডাকা হবে তাঁদেরই। রাজ্যের প্রায় ৩২ লক্ষ এমন ভোটারের ২০ লক্ষ নোটিস ইস্যু করা হল কমিশনের পক্ষ থেকে। এই পর্যায় শেষ হলে ডিক্লিপিং দেখা হবে। কমিশন সূত্রে খবর, ১৫০ জনকে এক দিনে ডাকা হবে। যদিও আগে টিক হয়েছিল সংখ্যাটা হবে ১০০ জন। পাশাপাশি ২০০২ এর তালিকা অনুযায়ী যে নাম সামান্য ভুলে আন-ম্যাপড হয়েছে, সেগুলি যাতে ব্যাক এনডেই টিক করা সম্ভব হয় তারও অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ভোটারদের শুনানি কোথায় হবে, সেই রূপরেখাও চূড়ান্ত করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় বিভিন্ন সরকারি দফতর ও কলেজ ভবনে এই শুনানির ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে, জেলাগুলিতে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) দফতর ও ব্লক স্তরের সরকারি কার্যালয়গুলিতেই চলবে শুনানি। কোন এলাকায় টিক কোন জায়গায় শুনানি হবে, তা সংশ্লিষ্ট জেলার ডিইও-র সঙ্গে আলোচনা করেই নির্ধারণ করবেন ইআরও-রা। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নির্বাহী চালাতে আগেই মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। সেই অনুযায়ী প্রায় চার হাজার মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের কাছে নোটিস পাঠানো হয়েছে। সিইও দফতর জানিয়েছে, আগামী বুধবার কলকাতার নজরুল মহাশয় দু’দফায় এই মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই মাইক্রো অবজার্ভারদের প্রধান দায়িত্ব হবে শুনানি পর্বের উপর নজরদারি রাখা। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এই কাজে যাদের নিয়োগ করা হচ্ছে, তাঁরা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। গত ১২ ডিসেম্বর মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের অনুমতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়েছিল সিইও দফতর, পরে সেই অনুমোদন মেলে। সোমবার সিইও দফতর স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর শুনানির জন্য যাদের মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাঁরা সবাই পশ্চিমবঙ্গেরই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী।

‘সার্ভে থেকে হিয়ারিং সেন্টার, মানুষকে হয়রানি’! একাধিক প্রশ্নে সিইও-র কাছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বরঃ ‘নির্বাচনের দু’মাস আগে মানুষের গণসত্ত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্র।’ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিএলও-দের সঙ্গে বৈঠকে এ ভাষায়ই গর্জে উঠেছিলেন মমতা। রাজ্যজুড়ে ভুল মাপিংয়ের অভিযোগে তাপের পর তাপে দেগেছিলেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে। তাঁর সাক্ষাৎ, সম্পূর্ণ ভুল ম্যাপিং হয়েছে। কোনও মহিলা বিয়ে করেনি, কিন্তু পদবি বদলাননি। কমিশন এমন একাধিক মহিলা ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে বলে অভিযোগ মমতার। নাম নিয়েও বিভ্রাটের অভিযোগে সুর চড়িয়েছিলেন তিনি। এরইমধ্যেই এবার কমিশনে গেল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঞ্জারা। সিইও-র কাছে এটি পয়েন্ট তুলে ধরল তৃণমূল কংগ্রেস। ‘সব ক্ষেত্র একসঙ্গে ব্যবহার করা’ই হয়ে উঠবে অপরিহার্য। এই বাস্তবতা ‘অপারেশন সিন্দুর’-এ স্পষ্টভাবে দেখা গেছে বলেও জানান সিডিএস। তাঁর দাবি, মাত্র চার দিন স্থায়ী ওই সংঘর্ষে একযোগে সব যুদ্ধক্ষেত্র সক্রিয় ছিল এবং উচ্চ গতিতে অভিযান চালিয়ে ভারত সাফল্য অর্জন করে। ভবিষ্যতে এমন অভিযানের জন্য সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার পাশাপাশি সাহাবার ও মহাকাশ শক্তির মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে বলেও তাঁর মত।

ডকুমেন্ট চাইছেন, ১২তম ডকুমেন্ট হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে আধারকে ধরে নিতে হবে। একইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এটাও বলেছে নির্বাচন কমিশন কোনওদিন নাগরিকদের প্রফ দিতে পারে না। কারণ, সিটিজেনশিপ ইসিআই



দেয় না। সে কারণেই আমরা বলেছি ১২তম ডকুমেন্ট হিসাবে আধারকে ধরতে হবে।’’ অন্যদিকে শুনানি শুধুর মূহুর্তে দূর-দূরান্তে হিয়ারিং সেন্টার তৈরি নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। চন্দ্রিমা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন এমন জায়গায় হিয়ারিং সেন্টার করেছে যেখানে গ্রামীণ এলাকায় মানুষকে ৩০ থেকে ৪০ এটাও আমরা বলেছি।’’ অন্যদিকে এদিনও হারানি করা হচ্ছে। কিন্তু কোন মানুষ এত দূরে যাবে? কমিশন তো যে কোনও সরকারি

জায়গায় করতে পারে। এগুলিও বলেছি।’’ অন্যদিকে রাজ্যের বড় অংশের মানুষ কর্মসূত্রে বাইরে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে হিয়ারিংয়ে ডাক পেলে কী হবে তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় তৃণমূলের

প্রতিনিধি দলকে। চন্দ্রিমা বলেন, ‘‘যে সমস্ত মানুষ বাইরে আছে, যাদের অভিভাবকরা এখানে অনুমোদন ফর্ম ফিলাপ করেছে তাঁদের হিয়ারিংয়ে ডাকলে তাঁরা কীভাবে আসবে? তাহলে যিনি ফর্ম ফিলাপ করেছেন তাঁর হয়ে তাঁকে এখানে ডাকা যেতে পারে। একটা কোনও এসওপি ভাল করে বের করুন। এটাও আমরা বলেছি।’’ অন্যদিকে এদিনও কমিশনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায় তৃণমূলপন্থি বিএলও-দের। তাঁদের উপর

কাজের চাপ নিয়েও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। চন্দ্রিমা বলেন, ‘‘বুথ লেভেল অফিসারদের উপর চাপ যে হারে বাড়ছে তা নিয়েও আমরা কথা বলেছি। কেএপি সার্ভে অর্থাৎ নলেজ অ্যাভিটিউড আর প্রকটিস সার্ভে নিয়েও কথা বলেছি। এই সার্ভে করে কী করে হচ্ছে, কীভাবে বিধানসভা ক্ষেত্র বাছা হচ্ছে সবটাই জানতে চাওয়া হয়েছে।’’ দ্ব্যংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, ‘‘মানুষের যেন দূরবর্তী জায়গায় যেতে না হয়, তা নিশ্চিত করতেই হবে। যদি পঞ্চায়েত বা পুরসভা রাজ্যের প্রতিষ্ঠান বলে আপত্তি থাকে, তা হলে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে এই হিয়ারিং সেন্টার করা যেতে পারে। তবে কোনও ভাবেই মানুষের হয়রানি হওয়া চলবে না-এই বার্তাই কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।’’ পার্থ ভৌমিক আরও জানান, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যেন একজন যোগ্য ভোটারের নামও বাদ না যায়, সে বিষয়ে কমিশনকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের বক্তব্য, ভোটারিকার রক্ষা করা তাঁদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শাসকদলের দাবি, নির্বাচন কমিশন যদি নিয়ম ও প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ না করে, তা হলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি আরও বাড়বে। জয়নগর, নেহাটি প্রভৃতি জায়গায় এপ্রজেন্ডি ভোটের নিয়ে কমিশনের কাছে অভিযোগ জানান পুলক রায়। কমিশনের তরফে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলেই তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিচারক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। খুনের ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, পূর্বপরিচালিতভাবে তাঁদের উপর হামলা চালিয়ে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং একে একে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিপুর আদালতে শুনানি চলে। একাধিক সাক্ষী, ফরেনসিক রিপোর্ট, পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানায়। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন আদালতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য উঠে আসে, যা মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় বলে মনে করা হচ্ছে।

যেমন খুশি নন হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার, তেমনই অমুখি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক বৈঠকে করে তিনি স্পষ্ট জানান, এই রায়ের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে যাবেন। পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি এও বলেন, তাঁদের জন্মই সর্বোচ্চ সাজা হয়নি দোষীদের। শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন হরগোবিন্দ দাসের স্ত্রী ও চন্দন দাসের মা পারুল দাস। তাঁদের বক্তব্য, বাড়িতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ আধিকারিকরা বলে এসেছিলেন যে ফাঁসি হবে, কিন্তু হল না। তাঁরা ফাঁসি ছাড়া কিছু চাইছেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘‘পুলিশের সিট সবাইকে একই দোষে দোষী দেখিয়েছিল। আসলে লক্ষ্য একটাই-এদের বাড়ির ভাতের বদলে জেলের ভাত খাওয়ানো। এদের বাঁচিয়ে রাখা।’’ বিরোধী দলনেতা এই ইস্যুতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে পরিবার উচ্চ আদালতে গেলে তাঁরা সর্বোচ্চ আইনি সাহায্য করবেন। দরকারে কলকাতা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দিয়ে সাহায্য করা হবে।

বাংলাদেশে দীপু দাসকে হত্যা প্রতিবাদে ধুন্ধুমার কলকাতা ও দিল্লির বাংলাদেশের হাইকমিশন চত্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠল কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন চত্বর। এ দিন দীপু



দাসকে হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন চত্বরে বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সহ একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। সেই বিক্ষোভেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগনোর চেষ্টা পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে বলে অভিযোগ। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। গাড়ির ছাদেও উঠে পড়েন

বিক্ষোভকারীরা। গভগোলের জেরে দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বেকবাগান চত্বর। মহম্মদ ইউনুসের ছবি মাটিতে ফেলে লাথিও মারেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করতেই হতভম্ব হয়ে যান

হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং ধর্মীয়স্থানে ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে সরব হন বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন বিক্ষোভকারীরা পুলিশের বসানো ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অন্তত দু’টি

পুড়ল ইউনুসের কুশপুতুল!

সুতরের ব্যারিকেড ভাঙা হয়। ‘ভারত মাতা কি জয়’, ‘ইউনুস সরকার হুঁশে আসো’ এবং ‘হিন্দু হত্যা বন্ধ করো’-এই ধরনের স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে এলাকা। এক বিক্ষোভকারী বলেন, ‘‘আজ যদি আমরা আওয়াজ না তুলি, তবে কাল আমরাও দীপু হয়ে যাব।’’ আরেকজন দাবি করেন, ‘‘বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। এ দেশ রাম-কৃষ্ণের ভূমি, আমরা কাটকে হত্যা করি না, কিন্তু ওখানে আমাদের মেরোদের নির্যাতন করা হচ্ছে।’’ বিক্ষোভকারীদের হাতে দেখা যায় নানা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার, যেখানে দীপু দাসের হত্যার

বিচার এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের কুশপুতুলও

সদস্যদের মোতায়েন করে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২ দিন আগেই দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে



পোড়ানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ একাধিক বিক্ষোভকারীকে আটক করে এবং এলাকা খালি করার চেষ্টা চালায়। কিছু সময়ের মধ্যে নতুন করে ব্যারিকেড বসিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। আগাম সতর্কতা হিসেবে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। বাংলাদেশে হাই কমিশনের বাইরে তিন স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়। পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর

সদস্যদের মোতায়েন করে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২ দিন আগেই দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে

সামশেরগঞ্জে বাবা-ছেলেকে খুন

১৩ জনেরই যাবজ্জীবন সাজা দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জঙ্গিপুর, ২৩ ডিসেম্বরঃ সামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসকে খুনের ঘটনায় ১৩ জন দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১৫ লক্ষ টাকা জরিমানার সাজা শোনাল জঙ্গিপুর পুলিশ। মোট ৩৮ জনের স্বাক্ষ্য গত ১২ এপ্রিল বাবা হরগোবিন্দ দাস ও ছেলে চন্দন দাসকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় গোটা রাজ্যে। হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন করে জেলা পুলিশ। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের পর স্পষ্ট করে বিচারপ্রক্রিয়া। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ পর্যন্ত শুনানি চলে। সোমবার

সকলকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল। খুনের ঘটনায় রাজনীতিও কম হয়নি। তবে পুলিশ প্রথম থেকে জানিয়ে এসেছে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে এই খুন হয়েছে। রাজনৈতিক বা অন্য কোনও কারণ নেই। চার্জশিটেও তা উল্লেখ করেছিল পুলিশ। মোট ৩৮ জনের স্বাক্ষ্য প্রহণের ভিত্তিতে দীর্ঘ শুনানির পর এদিন জঙ্গিপুর আদালতে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ওই ১৩ জনকে।



বিচারক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় বাবা-ছেলেকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। খুনের ঘটনার পর থেকেই গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ ওঠে, পূর্বপরিচালিতভাবে তাঁদের উপর হামলা চালিয়ে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়। ঘটনার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং একে একে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিপুর আদালতে শুনানি চলে। একাধিক সাক্ষী, ফরেনসিক রিপোর্ট, পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে জানায়। বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন আদালতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য উঠে আসে, যা মামলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় বলে মনে করা হচ্ছে।

যেমন খুশি নন হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার, তেমনই অমুখি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিক বৈঠকে করে তিনি স্পষ্ট জানান, এই রায়ের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে যাবেন। পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি এও বলেন, তাঁদের জন্মই সর্বোচ্চ সাজা হয়নি দোষীদের। শুভেন্দুর সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন হরগোবিন্দ দাসের স্ত্রী ও চন্দন দাসের মা পারুল দাস। তাঁদের বক্তব্য, বাড়িতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিশ আধিকারিকরা বলে এসেছিলেন যে ফাঁসি হবে, কিন্তু হল না। তাঁরা ফাঁসি ছাড়া কিছু চাইছেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘‘পুলিশের সিট সবাইকে একই দোষে দোষী দেখিয়েছিল। আসলে লক্ষ্য একটাই-এদের বাড়ির ভাতের বদলে জেলের ভাত খাওয়ানো। এদের বাঁচিয়ে রাখা।’’ বিরোধী দলনেতা এই ইস্যুতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, এই রায়ের বিরুদ্ধে পরিবার উচ্চ আদালতে গেলে তাঁরা সর্বোচ্চ আইনি সাহায্য করবেন। দরকারে কলকাতা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী দিয়ে সাহায্য করা হবে।

কলকাতা

মালিপাঁচঘড়ায় ফ্ল্যাটের মালিকের খুনের নেপথ্যে কি পারিবারিক কলহ? প্রাথমিক তদন্তে এমনই অনুমান পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ ডিসেম্বর : হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় ফ্ল্যাটের মালিকের খুনের নেপথ্যে কি পারিবারিক কলহ ? প্রাথমিক তদন্তে এমনই অনুমান পুলিশের। এর নেপথ্যে ‘সমকামী’ সম্পর্কের সম্ভাবনা নিয়ে এখনই মন্তব্য করতে নারাজ পুলিশ। সোমবার সকালে হাওড়ার সালকিয়ার মালিপাঁচঘড়ার কৈবর্ত্য পাড়ায় ‘খুন’ হন ওই ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বন্ধু ফ্ল্যাটের ঘরে সোমবার সকালে চৌচামেচির শব্দ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে সবকিছু শান্ত হয়ে যায়। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকা হয়। পুলিশ এসে ঘরের ভিতর থেকে দেবব্রত পাল (৪৮) নামের এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। এর পাশাপাশি এই ঘটনায় ওই ফ্ল্যাটের ওই ঘর থেকে দু’জনকে আটক করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে মালিপাঁচঘড়া থানার

পুলিশ। জানা গেছে, ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বন্ধু ফ্ল্যাটের মধ্য থেকে প্রচণ্ড চৌচামেচির শব্দ শোনা যায়। প্রতিবেশীরা দরজা ঠকঠক করে আওয়াজ করতে সব কিছু শান্ত হয়ে যায়। এরপরেই মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দরজা খুলে বছর ৪৮ এর দেবব্রত পালের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহে চোখের নিচে আঘাতের চিহ্ন ছিল। যদিও শরীরে বড় ধরনের কোনও ক্ষতেরে চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পরে পুলিশ দেখে বাথরুমে এবং পালের ঘরে এলাকার দুই নাবালক ছেলে রয়েছে। পুলিশ তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দেবব্রত বাবুর সঙ্গে ধনুশ্যস্তির কারণেই মৃত্যু হয়। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, বছর পঁচকে আগে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেন। এরপর তিনি মা এবং নিজের মেয়েকে নিয়ে ফ্ল্যাটে

থাকতেন। রবিবার রাতে বৃদ্ধা মা এবং মেয়ে অন্য জায়গায়ছিলেন। দেবব্রত তাঁর এক আত্মীয়র সঙ্গে



রাতে ফ্ল্যাটে ছিলেন। তাঁকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। প্রতিবেশী এক

মহিলা বলেন, ‘যখন আমি এলাম তখনও ভিতর থেকে ধপধপ ফিসফাস আওয়াজ শুনেছিলাম।

তারপর পুলিশকে খবর দিই। ওনার দাদাকেও ফোন করা হয়েছিল। দাদা আসার পর দরজা ভাঙা হয়। দেখা যায় উনি (দেবব্রত পাল) পড়ে রয়েছেন। আর ভিতরে আরও দু’জন ওই ফ্ল্যাটে ছিল। একজন ছিল বাথরুমে আর আরেকজন ছিল বারান্দায়। এদের মধ্যে একজন আমাদের ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা। অন্যজন বাইরের। আমরা সকলেই একই ফ্ল্যাটে থাকি। সকলে একই পরিবারের মতো। কিন্তু দেবব্রত বাবুর এভাবে মৃত্যু আমরা ভাবতেও পারছি না।’ এদিকে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই খুন পারিবারিক ঝ ঙ্গ এবং কলহের কারণেই। এই ঘটনায় ওই ফ্ল্যাট থেকে যে দুই নাবালককে ধরা হয়েছে তাদেরও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এরা ক্লাস নইনের ছাত্র বলেও জানা গেছে। তবে, এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও ‘সমকামী’ সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে কিনা তা নিয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

স্বাধীনতার পরে প্রথম পাকা রাস্তা পেতে চলেছে গ্রামের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাদড়িয়া, ২ ডিসেম্বর : স্বাধীনতার পরে প্রথম পাকা রাস্তা পেতে চলেছে গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ, মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প পথশ্রী প্রকল্প এর মাধ্যমে এই রাস্তা তৈরি হবে, আর এই রাস্তা তৈরির সূচনা হওয়ায় এলাকার মানুষ খুশি। বাদুড়িয়ার যশাইকাটি আটঘরা পঞ্চায়েতের শিমলা বাঁশতলা থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ২ কিলোমিটারের একটি বেশি রাস্তা তৈরির শিলান্যাস হলো । রাস্তা তৈরীতে খরচ হবে প্রায় ১ কোটি টাকা (৯৫.৮৮.৪৯৮.০০) টাকা। এই দু কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে এলাকার কয়েক হাজার মানুষের প্রতিনিধি যাতায়াত । এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার পরিবার । এই রাস্তা দিয়েই ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে অসুস্থ মানুষ এমনকি গ্রামের বয়স্ক মানুষরা চলাচল করে। রাস্তাটা এত বছর ধরে এতচাই খারাপ অবস্থা যে বর্ষাকালে হাটু পর্যন্ত কাদার জন্য

বাসস্তীতে নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনের নতুন ইউনিটের আত্মপ্রকাশ, উদ্বোধন হলো নেতাজী সুভাষ একাডেমীর



নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসস্তী : কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে মিঠে রোদের ছোঁয়ায় এক নতুন সম্ভাবনার সাক্ষী থাকল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসস্তী ব্লকের রামচন্দ্রখালী গ্রাম। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন’- এর বাসস্তি ইউনিট। একইসঙ্গে ওই দিন শুভ সূচনা করা হয় ‘ সুভাষ একাডেমী’-রা। অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে । জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন সোমন্ত্রী সুভাষ নন্দর মহাশয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বাবুর প্রতিকৃতিতে মালাদান করে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক বিদ্যু তিয়ারি। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন

প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নন্দর। নেতাজী সুভাষ একাডেমীর নামফলক উন্মোচন করেন মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী ও সংগঠনের সম্পাদক। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর ট্রাস্টি মেম্বর ও এক্সিকিউটিভ সেক্সার নেতাজী সুভাষ একাডেমির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চন্দনদ্র, বাজ, পেন ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সংগঠনের সহ-সম্পাদক শিক্ষক পার্থ সারথি মণ্ডল স্বাগত ভাষণে বলেন, এটি কেবল একটি ইউনিটের উদ্বোধন নয়, বরং সুন্দরবনের বুকে এক নতুন সম্ভাবনার বীজ বপন করা হলো। তিনি স্থানীয় সাধারণ মানুষ ও বিশিষ্টজনদের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নন্দর বলেন, বর্তমান সময়ে যখন সমাজ বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত, তখন একদল যুবক নেতাজীর আদর্শকে পায়েয় করে আগামী প্রজন্মকে দিশা দেখানোর শপথ নিয়ে-এটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই মহতী উন্মোচনের অংশ হতে পেরে আমি আনুত। বিশিষ্টজনের উপস্থিতি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র পণ্ডিত। তিনি তাঁর প্রয়াত মা কমলা পণ্ডিতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভূমিদাতা সুভাষ বর্মনের হাতে স্মারক তুলে দেন। উমাকে সংবর্ধনা জানান প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নন্দর। এছাড়া সোনাখালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যজ্ঞেশ্বর পাল, সভাপতি আলম বারি শেখ ।

চিকিৎসকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কলকাতায় ‘হেল্থ অ্যান্ড ওয়েলথ ফারাম’



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর : জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষায় দিনরাত এক করে কাজ করেন চিকিৎসকেরা। গভীর রাত হোক বা উৎসবের দিন-কেউ অসুস্থ হলে প্রথম যাঁদের ডাক পড়ে, তাঁরা হলেন ডাক্তাররাই। অথচ বাস্তবতা হল, রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেই অনেক ক্ষেত্রে প্রথম কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় সেই চিকিৎসককেই, যিনি প্রাণ বাঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করেছিলেন। এই পরিস্থিতি চিকিৎসকদের জন্য একদিকে যেমন মানসিক ও শারীরিক চাপের কারণ, অন্যদিকে তেমনই তা তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকেও বড় ঝুঁকির মুখে ফেলছে। এই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রেক্ষিতেই কলকাতায় আয়োজন করা হল ‘ আ্যন্ড ওয়েলথ ফোরাম’। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল-চিকিসকদের পেশাগত ঝুঁকির পাশাপাশি তাদের আর্থিক সুরক্ষা ও ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়ে সচেতন করা। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট অর্থ উল্লেষ্টা সজল রায় এবং শিল্পমহলের অর্থনীতিবিদ নীতিন গোস্বােয়। তাঁরা চিকিসকদের উদ্দেশ্যে বাস্তবভিত্তিক আর্থিক পরামর্শ দেন এবং ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত চিকিসকদের ভবিষ্যকে আরও সুরক্ষিত করতে পারে।

চিকিৎসকদের ঝুঁকি কোথায়? বর্তমান সময়ে সরকারি ও বেসরকারি-দু’ধরনের হাসপাতালেই রোগীমৃত্যুর পর বিস্ফোত, উত্তেজনা এবং ভাঙুপরের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অনেক

ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে হামলা চালানো হয়। চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ওঠে অবহেলার অভিযোগ, এমনকি শারীরিক হেনস্তার ঘটনাও ঘটে। তদন্তে বহু সমস্যা নিয়ে দেখা যায়, চিকিৎসকের তরফে প্রকৃত কোনও গাফিলতি ছিল না। বরং তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। তবু ততদিনে সংশ্লিষ্ট চিকিসক সামাজিক ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুটি পর্যায়ে লীজ দেওয়ার জন্য আই-অকশন ফোরাম’-এ বক্তারা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, চিকিৎসকরা সাধারণত তাদের পেশাগত দক্ষতা ও রোগীর সেবাকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। কিন্তু নিজদের আর্থিক পরিকল্পনা ও

সম্মেলনে চিকিৎসকদের বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ ও আর্থিক সুরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। এর মধ্যে ছিল- সঠিক বিমা পরিকল্পনাঃ শুধু স্বাস্থ্য বিমা নয়, পেশাগত দায়বদ্ধতা বিমা কেন চিকিৎসকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগঃ ভবিষ্যতের আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য কীভাবে ধাপে ধাপে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করা উচিত, সেই বিষয়ে দিকনির্দেশ দেওয়া হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হঠাৎ সংঘটিত সমস্যা বা আইনি জটিলতার সময়ে আর্থিক চাপ সামলাতে কী ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা নিয়েও আলোচনা হয়। অর্থনীতিবিদ নীতিন গোস্বালে বলেন, চিকিৎসকরা সমাজের জন্য কাজ করেন, কিন্তু তাদের নিজস্বের ভবিষ্যৎ ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত আর্থিক সিদ্ধান্ত চিকিৎসকদের মানসিক চাপ অনেকটাই কমাতে পারে, যার ইতিবাচক প্রভাব তাদের পেশাগত কাজেও পড়ে। শুধু দক্ষতা নয়, সচেতনতারও প্রয়োজন- সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল-জনসেবায় নিয়োজিত থাকা, দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী চিকিসক হওয়া যথেষ্ট নরা। বর্তমান সামাজিক ও আইনি বাস্তবতায় নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাও সমানভাবে প্রয়োজন। অন্যান্য পেশার মতো চিকিৎসকদেরও নিজেদের আর্থিক পরিকল্পনা নিজেরাই করতে হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আধোকার বিভাগ

নং, সিওএ/পার্সেল/লিফ্টিং/লস্ টাই-ই-অক/এইচডব্লিউ/২০২৪/পিটি-III, তারিখঃ ২২.১২.২০২৪

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ২৩ তল, নিউ ডিয়ারএম বিল্ডিং, রেল মিডিজিয়ার্মের নিকটে, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১০০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশন থেকে উদ্ধৃত ২১টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ২৩ টি এসএলআর এবং ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৪ টি আরটিডিপি-২৩ পার্সেল স্পেস তিন বছরের জন্য আইআইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুটি পর্যায়ে লীজ দেওয়ার জন্য আই-অকশন ফোরাম করা হচ্ছে।

বিস্তারিত শর্তাবলী সম্বন্ধিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

উৎসাহিত ই-অকশনের জন্য বিজিৎ www.ireps.gov.in এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জানা দিতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য, ব্যবসেসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একজনীন নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নেওয়া আবশ্যিক। (১) অকশন ক্যাটালগ নং. ১ পিসিএন-এইচডব্লিউএইচ-এল-২৬-১এ; বগিঃ ১৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৮টি এসএলআর বগি; অকশনের গুরুতর তারিখ ও সময়ঃ ০২.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। (২) অকশন ক্যাটালগ নং. ১ পিসিএল-এইচডব্লিউএইচ-এল-২৬-১বি; বগিঃ ০৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৫টি এসএলআর বগি এবং ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০৪টি আরটিডিপি; অকশনের গুরুতর তারিখ ও সময়ঃ ০৫.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। (WWW-481/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.ir.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের জরুরি কল: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডানকুনির কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিবাদ হিসেবে প্রতীকী স্মরণসভায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বনস্পতি দে, ডানকুনির ছগলি,২৩ ডিসেম্বর : এ বার ডানকুনির কাউন্সিলারকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিবাদ হিসেবে প্রতীকী স্মরণসভা করলেন দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। খসড়া ভোটার তালিকায় ডানকুনির তৃণমূল কাউন্সিলারকে ‘ বলে উল্লেখ করা হয়। তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। এই মঞ্চ থেকে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগেন সাংসদ। বক্তব্য শেষে দলীয় আমাদের ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা। অন্যজন বাইরের। আমরা সকলেই একই ফ্ল্যাটে থাকি। সকলে একই পরিবারের মতো। কিন্তু দেবব্রত বাবুর এভাবে মৃত্যু আমরা ভাবতেও পারছি না।’ এদিকে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই খুন পারিবারিক ঝ ঙ্গ এবং কলহের কারণেই। এই ঘটনায় ওই ফ্ল্যাট থেকে যে দুই নাবালককে ধরা হয়েছে তাদেরও দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এরা ক্লাস নইনের ছাত্র বলেও জানা গেছে। তবে, এই ঘটনার নেপথ্যে কোনও ‘সমকামী’ সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে কিনা তা নিয়ে পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

আমাকে মৃত বলে দেখানো হয়েছে। তাই শ্মশানে এসেছি। নির্বাচন কমিশনের লোকজনকে বলব, মৃতই যখন বলে দিয়েছেন, এসে আমাকে



বিজেপি-সিপিএম একযোগে ঝঁপেছে বর্ষািয়ান এই সাংসদকে। তাদের বক্তব্য, একজন জীবিত মানুষের বাবা, মা, স্ত্রী, পরিবার থাকতেও, এ ভাবে স্মরণসভা করা আদৌ শোভনীয় কি না, তা একবার সাংসদের ভাবা উচিত ছিল। জীবিত হলেও, খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত হিসেবে নাম আসে ডানকুনির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সূর্য দে-এর। এর পরেই ১৬ ডিসেম্বর স্থানীয় শ্মশানে গিয়ে বসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ‘ তালিকায়

চুল্লিতে পুড়িয়ে দিনা’ নির্বাচন কমিশনের এ ভাবে জীবিত মানুষকে মৃতের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদে রবিবার, ২১ ডিসেম্বর সূর্যর পাড়াতেই প্রতীকী স্মরণসভা হয়। সেখানে এসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ কোনও দিন ভাবিনি এ রকম একটা সভা করতে হবে। বাংলার মানুষও কোনও দিন ভাবিনি। কিন্তু ইলেকশন কমিশন ছেলেটাকে মেরে দিল। আগে ভগবানের হাতে জন্ম-মৃত্যু বলা হতো, এখন ইলেকশন কমিশনের

হাতে। শুধু তাই নয়, মায়ের সঙ্গে মেয়ের বয়সের তফাত হবে, কে কার বর-বৌ হবে, সব দেখবে ইলেকশন কমিশনি। দেশটা শুধু শেষ করে দিতে চাইছে এরা। তবে মানুষের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায় সূর্য ভালো থাকবেন, দীর্ঘায়ু হবেনা।’ কল্যাণের এই সভা নিয়ে সর্বব নম শ্রীরামপুর শহর বিজেপি সহ-সভাপতি দেবশিখ মুখোপাধ্যায় তাঁর দাবি, ‘ বং দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল প্রমাণের স্টোটা করছে, এটা মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেন্দ্র কুমারের ক্রটি। কিন্তু এ ক্রটি ঋগ বা কঙ্কড়-এর। তারা রাজ্য সরকার পরিস্রালিত। তাই এই ভুল রাজ্য

সরকারের কর্মীদেরই। এর দায় তৃণমূলেরই। আর দ্বিতীয়ত, যার বাবা-মা বেঁচে আছেন, পরিবার আছে, তাঁর এ ভাবে স্মরণসভা করা যায় না। আমাদের হিংসু সংস্কৃতিতে এটা নেই। সাংসদ ৭০ ছুই ছুই। তার মতিভ্রম হয়েছে।’ সিপিএম নেতা মনোজ গায়েন বলেন, ‘ সব তৃণমূলের পক্ষেই সম্ভবা। কাউন্সিলারের পরিবার পরিজন আছেন, তার পরেও এ ভাবে স্মরণসভা করে তিনি কী বার্তা দিতে চাইলেন, জানি না।’

সোদপুরের আবাসনে দুই বোনের রহস্যমৃত্যু নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ,২ ডিসেম্বর : সোদপুরের একটি আবাসনে দুই বোনের রহস্যময় মৃত্যু এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে দুই বোনের মৃতদেহ। ঘটনা নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক এবং নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

কীভাবে মৃত্যু হলো-অসুস্থতা, অনাহার নাকি অন্য কোনও কারণ-এখনো তা স্পষ্ট নয়। মৃতদের নাম সবিতা দত্ত চট্টোপাধ্যায় (৬১) এবং কণিকা দত্ত (৫৭)। উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরে একটি আবাসনে তারা দু’জনেই থাকতেন। প্রতিবেশীদের তথ্য অনুযায়ী, দুই

বোন কখনও কারও সঙ্গে বিশেষভাবে মিশতেন না। গত কয়েকদিন ধরে তাদের দেখা মেলেনি। সন্দেহজনক মনে হওয়ায় প্রতিবেশীরা খড়না খানায় খবর নেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ফ্ল্যাট থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদয়ের জন্য

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), Br-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :-

NIT No. : KMC/E.E.(C)/Br-XVI/144/021/25-26

Name of work : Maint. of C.C. Road at Hanspukur Mistri Para near Pre.No.125/7 in Ward No. 144. Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs.4,81,661.91.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **21 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **13.01.2026 - 12 noon.** The Tender will be opened on **15.01.2026 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **26.12.2025 - 5 p.m.** from the website <https://etender.wb.nic.in>

The Executive Engineer (Civil), Br-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :-

1. NIT No. : APAS/113/152/145/03/026/25-26

Name of work : Restoration of road with others allied works at 331, Bansdroni New Govt. Colony in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,74,188.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **40 days.**

2. NIT No. : APAS/113/152/146/05/028/25-26

Name of work : Desilting required at 185, Bansdroni Place in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,95,005.65.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **35 days.**

3. NIT No. : APAS/113/152/155/02/040/25-26

Name of work : Improvement of drainage system and road restoration work and new sanitary latrine with allied work at Vidyasagar Park 3rd & 8th Lane in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,60,557.00.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Time of Completion : **45 days.**

4. NIT No. : APAS/113/152/156/02/025/25-26

Name of work : Improvement of drainage system with C.C. Road restoration with allied works at 23, 23/2 and 9th Vidyasagar Park in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,90,156.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

5. NIT No. : APAS/113/152/174/04/024/25-26

Name of work : Maintenance of road near Yantrik Club in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,95,682.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **35 days.**

6. NIT No. : APAS/113/152/174/05/027/25-26

Name of work : Desilting work at Sitaram Road & surrounding in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,94,678.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **35 days.**

7. NIT No. : APAS/113/152/148/04/014/25-26

Name of work : Maint. of road by Hot Mix at Rifle Club West in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,03,328.00.** Earnest Money : **Rs.2,500.00.** Time of Completion : **40 days.**

8. NIT No. : APAS/113/152/151/03/033/25-26

Name of work : Improvement of drain with road near Jagannath Mandir Pirpukur in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,97,379.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

9. NIT No. : APAS/113/152/159/04/030/25-26

Name of work : Improvement of sewer line with C.C. Road near Gomkol Sonali Park in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,96,117.16.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **35 days.**

10. NIT No. : APAS/113/152/161/04/031/25-26

Name of work : Renovation of drain with road at A/2/56 Purba Ananda Pally and others allied ground works in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,96,004.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

11. NIT No. : APAS/111/152/282/03/032/25-26

Name of work : Repairing of C.C. Road at B-14 to C-1 Narkel Bagan and surrounding area in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,49,475.74.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

12. NIT No. : APAS/113/152/154/03/029/25-26

Name of work : Renovation work C.C. Road at 5/3

Bansdroni Park in Ward No.113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,95,701.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **35 days.**

13. NIT No. : APAS/111/152/292/01/042/25-26

Name of work : Renovation of C.C.F Road protection wall with U.G. facility and other allied work at C-52, D-28, D-27, C-2, B-50, ৪-10 Brahmapur South End in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,19,848.51.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

14. NIT No. : APAS/111/152/296/02/044/25-26

Name of work : Renovation of C.C. Road and Hot Mix. Road with under ground facility and other allied works at B-19 Tripureshwari Park, C-50, Brahmapur Jamadar Para C-3 Brahmapur Road and A-26 Govt. Colony in Ward No-111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,15,465.00.** Earnest Money : **Rs.8,500.00.** Time of Completion : **45 days.**

15. NIT No. : APAS/111/152/305/02/055/25-26

Name of work : Imp. of C.C. Road at B-11৪, C-3, B-105 Atabagan, 159 Boral Main Road in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,222.30.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

16. NIT No. : APAS/111/152/306/01/059/25-26

Name of work : Repairing of C.C & Black Top Road with U.G. facilities and other allied work at C-7 to C-27, D-24 to D-25, ৪-46 to B-51 Atabagan in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,99,203.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

17. NIT No. : APAS/111/152/307/01/051/25-26

Name of work : Renovation of CC Road and Black Top Road with U.G. facilities and other allied work at A-40, A-23, A-34 Atabagan and 27 Boral Main Road in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,99,299.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **60 days.**

18. NIT No. : APAS/111/152/307/02/052/25-26

Name of work : Maint. of Park near A-40 Atabagan in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,760.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

19. NIT No. : APAS/111/152/309/03/057/25-26

Name of work : Improvement of roads with drain near E-20, E-33 Boral Main Road in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,29,385.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

20. NIT No. : APAS/111/152/309/05/058/25-26

Name of work : Road site fencing near Anandasree Road (Netaji Club) in Ward No.111. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,19,685.00.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.** Time of Completion : **45 days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **03.01.2026 - 11 a.m.** (for SI.No.1 to 20). Date and Time of Opening of Bid : **05.01.2026 - 11 a.m.** (for SI.No.1 to 20). The Bid forms and other details are available on and from **26.12.2025 - 5 p.m.** (for SI.No.1 to 20) from website <https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app> (for SI.No.1 to 20).

21. NIT No. : APAS/114/152/123/02/022/25-26

Name of work : Renovation of road whitt under ground facilities and other allied works in Ward No.114, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.4,61,031.00.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Time of Completion : **60 days.**

22. NIT No. : APAS/114/152/128/01/030/25-26

Name of work : Renovation of road with allied works at 169 Gurucharan Naskar Road bye lane and surrounding area in Ward No.114, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,24,503.00.** Earnest Money : **Rs.4,500.00.** Time of Completion : **60 days.**

23. NIT No. : APAS/114/152/128/02/029/25-26

Name of work : Road side beautification with allied work at Dhali Para in Ward No.114, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,24,503.00.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Time of Completion : **60 days.**

24. NIT No. : APAS/114/152/140/03/023/25-26

Name of work : Renovation road with U.G. facility and allied works at South Anandapally surrounding area in Ward-114, Br-XI. Estimated Value (Including GST &

CESS) : Rs.2,98,964.00. Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **60 days.**

25. NIT No. : APAS/114/152/142/06/032/25-26

Name of work : Renovation of R.D. along with R.D side beautification, U.G. facilities and some ancillary work at Aurobindo Park surrounding area in Ward No.114, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.2,92,904.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Time of Completion : **60 days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **31.12.2025 - 11 p.m.** (for SI.No.21 to 25). Date and Time of Opening of Bid : **02.01.2026 - 11 p.m.** (for SI.No.21 to 25). The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 - 5 p.m.** (for SI.No.21 to 25) from website <https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app> (for SI.No.21 to 25).

26. NIT No. : APAS/110/150/336/03/37/25-26

Name of work : Maint. of road at P-20 Milan Park and surrounding area in Ward No.110. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.1,14,414.20.** Earnest Money : **Rs.2,500.00.** Time of Completion : **30 days.**

27. NIT No. : APAS/110/150/339/03/38/25-26

Name of work : Renovation of road side railing along Brijji Gazi Para in Ward No.110, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,99,420.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

28. NIT No. : APAS/110/150/341/01/33/25-26

Name of work : Paver Block Road repair and U.G. sewer line repair in Ward No.110.Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.1,98,952.67.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

29. NIT No. : APAS/112/152/236/01/008/25-26

Name of work : Improvement of road & under ground sewer and allied work at 204 Postal Park, Bandalai Pally in Ward No.112. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.4,68,671.20.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **02.01.2026 - 12 noon** (for SI.No.26 to 29). The tender will be opened on : **05.01.2026 - 12 noon** (for SI.No.26 to 29). The bid forms and other details are available on and from **24.12.2025 - 5 p.m.** (for SI.No.26 to 29) from the website <https://etender.wb.nic.in> (for SI.No.26 to 29).

30. NIT No. : APAS/113/152/162/04/022/25-26

Name of work : Maintenance of road with PIT raising Khudiram Park, Dinesh Nagar in Ward-113, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,90,632.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **30 days.**

31. NIT No. : APAS/114/152/109/02/006/25-26

Name of work : Imp. of sewer line along with road restoration at 295 New Tollygange in Ward No.114. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,48,740.00.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

32. NIT No. : APAS/114/152/110/01/007/25-26

Name of work : Maint. of road by Hotmix from Santinagar Bridge to New Tollygange (Jibon Bose) in Ward No.114. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,63,015.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **45 days.**

33. NIT No. : APAS/114/152/147/01/018/25-26

Name of work : Renovation of road and road side beautification at Lokhnath Pally, Peyera Bagan surrounding area in Ward No.114, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.3,77,614.00.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Time of Completion : **60 days.**

34. NIT No. : APAS/114/152/147/02/017/25-26

Name of work : Renovation of road and road side beautification at Panchanantala surrounding area in Ward No.114, Br-XI. Estimated Value (Including GST & CESS) : **Rs.1,56,006.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Time of Completion : **60 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **31.12.2025 - 12 noon** (for SI.No.30 to 34). Date and time of opening of Bid : **02.01.2026 - 12 noon** (for SI.No.30 to 34). The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 from 5 p.m.** (for SI.No.30 to 34) from website <https://etender.wb.nic.in> (for SI.No.30 to 34).

1794 / 25-26

